যায়যায়দিন

তারিখ 19 JUL 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

উত্তাল রাবিতে এবার শুরু উপাচার্য হটাও আন্দোলন

রাবি প্রতিনিধি

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) ছাত্র নিহতের জের ধরে ক্যাম্পাস আন্দোলনে উত্তাল হয়ে উঠেছে। শিক্ষক-শিক্ষার্থী কর্মকর্তা-কর্মচারী ও প্রগতিশীল ধারার রাজনৈতিক সংগঠনগুলো হত্যাকারীদের বিচার দাবিতে একই মঞ্চে সমবেত হয়েছে। এতে চাঙা হয়ে উঠেছেন সরকারবিরোধী শিক্ষকরা। তারা এখন উপাচার্যের পদত্যাগের দাবি তুলছেন। এতে বিশ্ববিদ্যালয় অস্থিতিশীল হয়ে উঠতে পারে বলে আশঙ্কা করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো। এই আন্দোলনে প্রগতিশীল শিক্ষক সমাজের একটি অংশও পরোক্ষভাবে মদদ দিচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠছে। আন্দোলনে শরিক হচ্ছেন সাধারণ শিক্ষার্থীরাও। তবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও প্রগতিশীল শিক্ষক সমাজের পক্ষ থেকে এসব অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছেন।

ক্যাম্পাস সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার ছাত্রলীগ কর্মী ও সমাজবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী আবদুল্লাহ আল হাসান সোহেল খুনের ঘটনায় সুষ্ঠু তদন্ত ও জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ ও মৌন মিছিল করেন জাতীয়তাবাদী শিক্ষক ফোরাম। তারা উপাচার্যের পদত্যাগ দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনের সামনে থেকে একটি মৌন মিছিল বের করেন। মিছিলটি ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ শেষে প্রশাসন ভবনের সামনে গিয়ে এক সমাবেশে মিলিত হয়।

এ সময় বক্তব্য রাখেন জাতীয়তাবাদী শিক্ষক ফোরামের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি প্রফেসর শামসুল আলম সরকার, সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর ড. ফজলুল হক, প্রফেসর ড. রফিকুল ইসলাম, প্রফেসর ড. আজম্মল ইসলাম প্রমুখ।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, বর্তমান উপাচার্য ছাত্রলীগকে নিয়ম বহির্ভূতভাবে পদ্মা সেতুর জন্য চাঁদা তোলার অনুমতি প্রদান করেছে। যার কারণে হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হয়েছে। এজন্য উপাচার্যকেই দায়ী করেছেন তারা। তারা আরো বলেন, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পরপর চারটি হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এর একটিরও বিচার বর্তমান প্রশাসন করতে পারেনি। তারা অনতিবিলম্বে সোহেল হত্যার সঙ্গে জড়িতদেরসহ বাকি হত্যা মামলার আসামিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেন। তা না হলে উপাচার্যকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হবে বলে তারা হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন। সমাবেশ থেকে বুধবার সকাল ১০টা থেকে ১১টা পর্যন্ত কর্মবিরতি ঘোষণা করা হয়।

একই ইস্যুকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রগতিশীল ছাত্র জোটও ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল বের করে। বিক্ষোভ মিছিল শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সামনে আয়োজিত সমাবেশে

উপাচার্য : পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ১

উপাচার্য : রাবিতে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

বক্তব্য রাখেন ছাত্র ইউনিয়নের রাবি শাখার সভাপতি শিপন আহমেদ, সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের আহ্বায়ক সোহরাব হোসেন, ছাত্র ফেডারেশনের রাবি শাখার সভাপতি আহসান হাবিব, বিপ্লবী ছাত্রমৈত্রীর আহ্বায়ক সুমন অগাস্টিন সরেণ প্রমুখ। ক্যাম্পাসে খুনের রাজনীতি বন্ধ করে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার আহ্বান জানিয়ে বক্তারা বলেন, ছাত্রলীগ দেশের বিভিন্ন ক্যাম্পাসে একের পর হত্যাকাণ্ড ঘটাচ্ছে। এসব হত্যাকাণ্ডের কোনো বিচার বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন তথা ক্ষমতাসীনরা করতে পারেনি। ক্যাম্পাসে খুনিরা প্রকাশ্যে ঘোরাফেরা করছে অথচ তাদের প্রশাসন গ্রেপ্তার করছে না বলে অভিযোগ করেন বক্তারা। প্রশাসনকে খুনের রাজনীতি বন্ধ করার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ ও ক্যাম্পাসে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার দাবি জানান বক্তারা। সাধারণ শিক্ষার্থীদের নিয়ে ভিসির পদত্যাগের দাবিতে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলার হুমকি দেন তারা।